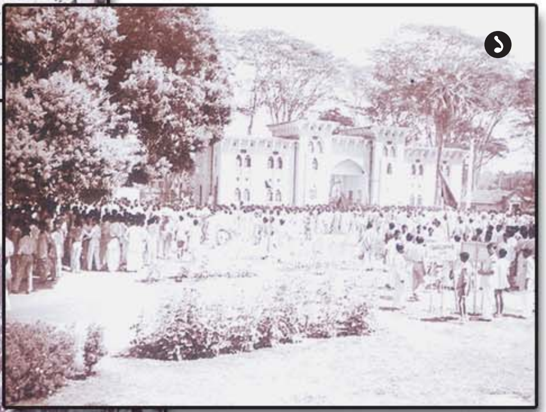

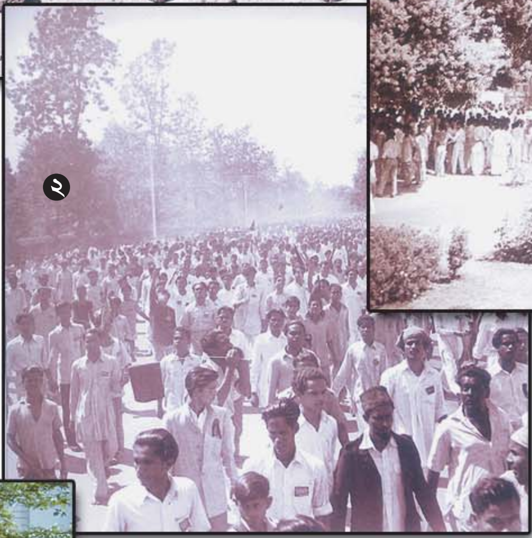

১ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ভাষা সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীদের ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি

২ ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাজা নামাজের পর শুরু হয় হাজার হাজার শোকাতুর ছাত্র-জনতার এক বিশাল শোকমিছিল। সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশ বাহিনী এই শোক মিছিলের ওপরেও

৩ ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি : পুরান ঢাকা, ইডেন কলেজ প্রাঙ্গণে কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের স্মৃতি চিরজাগরূক করে রাখার প্রয়াস

৪ ২০০৫ সালে আমাদের একুশে স্মরণে জাপানে নির্মিত শহীদ মিনার

আমাদের একুশে যেভাবে আন্তর্জাতিক

আমাদের একুশের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা পাওয়ার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ উদ্যোগ ছিল কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা প্রেমিক গ্রুপের। এ গ্রুপই প্রথম ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিন ঘোষণার প্রস্তাব করে। এ গ্রুপে ৭ সদস্যের মধ্যে রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম নামে দুজন গর্বিত বাঙালিও ছিলেন। রফিকুল ইসলামের পরামর্শে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দিয়ে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রস্তাবটি পাঠান। ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের ১৫৭তম অধিবেশনে ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে বিষয়টি উথাপিত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯ সালের ১৬ নবেম্বর এভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়। প্রস্তাবক হিসেবে মূল অধিবেশনে বাংলাদেশের সঙ্গে সৌদি আরবের নামও যুক্ত হয়। প্রস্তাবটি সমর্থন করে পাকিস্তান, ভারত, ইরান, সিরিয়া, লিথুনিয়া, ওমান, বেনিন, শ্রীলঙ্কা, মিশর, রাশিয়া, বাহামাস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, বেলারুশ, ফিলিপিন, আইভরিকোস্ট, হন্ডুরাস, গাম্বিয়া, মাইক্রোনেসিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি, পাপুয়া নিউগিনি, কমোরাস। আজ আমাদের একুশে সারা বিশ্বে সগৌরবে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। গত বছর জাপানে নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার। এর পর নির্মিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে। একুশের গৌরব আজ আর শুধু বাঙালির নয়, প্রতিটি জাতির এবং ভাষাভাষীর হৃদয়ের বীণা হয়ে বাজে।

ছবি : **অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম**

যুবক ফোন
জনগণের ফোন